অনলাইন শিক্ষাকে বাংলাদেশে যেভাবে বাস্তবে রূপ দিল ডিআইইউ

মো: আনোয়ার হাবিব কাজল
ঊর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)

আমাদের এ যুগে করোনা অতিমারী (কভিড-১৯) একটি সুনির্দিষ্ট বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরপর অদ্যাবধি আমরা যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটির মুখোমুখি হয়েছি তা এ করোনা অতিমারী। ২০১৯ সালের শেষদিকে এশিয়া মহাদেশে এর প্রাদুর্ভাব শুরু হলেও খুব দ্রুত এন্টার্কটিকা বাদে সবকটি মহাদেশে এ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিনিয়তই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রতিটি দেশইকরোনা বিস্তার রোধে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে, সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব মেনে চলতে বাধ্য করে, এমনকি ভ্রমণকে সীমাবদ্ধ করে, নাগরিকদের কোয়ারেন্টাইনে রাখে, এলাকাবিশেষে লকডাউন ঘোষণা করা হয়, ক্রীড়া ইভেন্ট, কনসার্ট, জনসমাবেশ এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোবড় সমাবেশগুলো বাতিল করে।

বাংলাদেশের যে সেক্টরটি এখনো লকডাউনের মুখোমুখি তা হলো সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে আছে। বাংলাদেশে এবারের এইচএসসি পরীক্ষা নেয়াও সম্ভব হয়নি। শীতের শুরুতে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ধাপ আঘাত হানতে শুরু করেছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের বিকল্প উপায় খুঁজছে সবাই। অনলাইন কার্যক্রমের গতির ব্যবহার আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। মানুষ এ ভয়াবহ পরিস্থিতিকেকাটিয়ে উঠতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করছে। তবে এতসব বাধাবিপত্তি এবং প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে সব ধরনের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক শিক্ষা কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে যে প্রতিষ্ঠানটিতা কোনো উন্নত দেশের নয় বরং উন্নয়নশীল আমাদের এই ডিজিটাল বাংলাদেশেরই ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) ।সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে ডিআইইউ যে শক্তিশালী টুলটি ব্যবহার করছে তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলএমএস) এবং ব্লেন্ডেড লার্নিং সিস্টেম(বিএলসি)।

লকডাউনের প্রথম দিন থেকেই ডিআইইউঅনলাইন প্ল্যাটফর্ম বিএলসি (মিশ্রিত শিক্ষণ কেন্দ্র) ব্যবহার শুরু করে। ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ক্লাস নেয়ার যথেষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএম মাহবুব উল হক মজুমদার বলেন, ৮ বছর আগেই ২০১৩ সাল থেকে হরতাল, অবরোধসহ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ডিআইইউ সব শিক্ষাকার্যক্রম বিএলসি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সফলতার সাথে সম্পন্ন করে আসছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় লকডাউনের শুরু থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অনলাইন শিক্ষায় পারদর্শিতার প্রমাণ রেখে চলেছেন এবং শিক্ষার্থীরাও প্রযুক্তির সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সব ধরনের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনাও শিক্ষকদের জন্য শতভাগ সহজতর হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সম্পূর্ণ অটোমেশন এবং ডিজিটাইজেশনের

লক্ষ্যে ডিআইইউবিএলসি প্ল্যাটফর্মের সাথে'স্মার্ট এডু' প্ল্যাটফর্ম সম্পৃক্ত করেছে যার মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমও পরিচালনা ও মনিটর করা হচ্ছে।ডিআইইউর এই 'বিএলসি' ডিজিটাল টিচিং এবং লার্নিংয়ের হাব হিসেবে কাজ করছে। 'বিএলসি' প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের কার্যকরভাবে সংযুক্ত রেখে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ট্র্যাক করা ও স্বতন্ত্র মূল্যায়ন নিরীক্ষণ এবং তাদের শেখাকে সহজতর করতে অধিকতর সহযোগিতা দেয়া।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের পথিকৃৎ ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রসেস অটোমেশন এবং ডিজিটাল শিক্ষাদান এবং শেখার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব কর্মপ্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম ডিজিটাল অবকাঠামো,ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এবং সফটওয়্যার দিয়ে পরিচালিত হয়। অ্যাকাডেমিক বিভাগগুলোওদ্রুততম সময়ের মধ্যে বিএলসি প্ল্যাটফর্মের টুলগুলোকে রপ্ত করে নিয়ে নিজেদেরদক্ষভাবে প্রস্তুত করে নিয়েছে। ফলে কভিড-১৯ অতিমারীকালেও ডিআইইউ বিএলসি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে খুব সফলতার সাথেই অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস, অ্যাকাডেমিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের পরিষেবা দিচ্ছে যা বাংলাদেশে অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সম্পূর্ণ অনলাইনে ক্লাস চালুর শুরুতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে কিছু সমস্যা থাকলেও বিএলসিপ্ল্যাটফর্মের স্বল্পমাত্রার নেটেডাটা কার্যকারিতা নির্বিঘ্ন হওয়ায় শিক্ষার্থীদের খুব একটা বেশি বেগ পেতে হয়নি। তারপরওডিআইইউ শিক্ষার্থীদের জন্য 'গ্রামীণফোন' ও 'রবি'র সাথে তুলনামূলকভাবে স্বল্পমূল্যের ডাটা প্যাকেজের চুক্তির মাধ্যমে এ সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।বর্তমানে বিএলসি প্ল্যাটফর্মে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ২৯ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা একযোগে কাজ করতে পারছেন এবং শক্তিশালী ক্লাউডভিত্তিক অবকাঠামো ব্যবহার করে প্রায় চার হাজারের বেশি কোর্স পরিচালনা করছেন।

বিএলসি একটি সুগঠিত ও শক্তিশালী ই-লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং কোর্স তৈরি, গঠন, যোগাযোগ ও পরিচালনা করার ওয়ান স্টপ সমাধান। অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী প্লাগইন এবং ইন্টিগ্রেশনের সমন্বয়ে গঠিত এই বিএলসি প্ল্যাটফর্ম শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহার ও পরিচালনা করা খুব সহজ।প্ল্যাটফর্মটিতে একটি 'ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ' কোর্স বিল্ডার রয়েছে, যা শিক্ষকদের সহজেই কোর্স

প্রকাশ করতে সহায়তা করে। কোর্স উপকরণ, নতুন পাঠ্য ভিডিও, অডিও, পাওয়ারপয়েন্ট, ড্রাইভ রিসোর্স, ডেস্কটপ থেকে যেকোনো ফাইল এমনকি ইন্টারেক্টিভ সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা বা তৈরি করা (লিঙ্ক বা এম্বেড) সুবিধাজনক। প্ল্যাটফর্মটিতে শতাধিক প্লাগইন এবং ইন্টিগ্রেশনসহ ২৫টিরও বেশি ইনবিল্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শিক্ষকদের তাদের শিক্ষার্থীদের একাধিক এবং নমনীয় উপায়ে যুক্ত করার সম্ভাবনাগুলো প্রসারিত করে।

কুইজ, অ্যাসাইনমেন্ট, ফোরাম এবং অনলাইন ওয়ার্কশপগুলো শিক্ষার্থীদের কৌতূহলকে উৎসাহিত করে এবং আরও কোর্সে অংশ নিতে বাধ্য করে। এটি একটি সর্বাধিক উন্নত কুইজ স্রষ্টা,যা শিক্ষকদের নির্ধারিত সময়সীমার সাথে কুইজ সেট করার এবং শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা ট্র্যাক করার দক্ষতাসহ যেকোনো ধরনের প্রশ্ন সেট করার সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষকেরা কুইজ বা পরীক্ষার মান এবং সততা বজায় রাখতে পারেন এবং প্ল্যাটফর্মটিটারনিটিন চৌর্যবৃত্তির চেকারের সাথে সমন্বিত করা আছে যাতে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত আবেদনের মৌলিকত্ব যাচাইপ্রতিবেদন সহজেই পেতে পারেন।

এমন আরো অনেকঅপশনের সাহায্যে 'ব্লুম টেক্সোনমি' অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য শিক্ষকেরা প্রশ্ন তৈরি করতে সক্ষম হন যাতে তারা শিক্ষার্থীদের বর্তমান অবস্থান সহজেই শনাক্ত করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও গাইডলাইন সরবরাহ করতে পারেন। সব মূল্যায়নের ফলাফলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি উন্নতমানের স্বনির্ধারিত গ্রেড বইয়ে সঞ্চিত হয়, যা শিক্ষকদের প্রতিটি কোর্স শিক্ষার্থীরা কীভাবে সম্পাদন করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়। শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে যেকোনো সময় তাদের রেকর্ডগুলো দেখতে পারে যাতে তারা পরবর্তী মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা করতে এবং আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করতে পারে। এক কথায় প্ল্যাটফর্মটি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের জন্য স্বচ্ছতা এবং মিথস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগও এই রেকর্ডগুলো ট্র্যাক এবং পরীক্ষা করতে পারে, যা তাদের পরীক্ষার মান,স্বচ্ছতা এবং সততা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

বিএলসি প্ল্যাটফর্মে একক কোর্সের জন্য একাধিক প্রশিক্ষককেও অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে।এটা কোর্স কনটেন্টপ্রস্তুতির জন্য শিক্ষকদের একে অপরের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে এবং কোর্স কনটেন্টের মানের উন্নতি করতে সহায়তা করে। নিজ নিজ বিভাগও এ প্ল্যাটফর্মে কোর্স রিপোজিটরিগুলো পৃথকভাবে রাখতে পারে, যাতে নতুন সেমিস্টারের কোর্স অফার দেয়ার আগে শিক্ষকরা

সময় সময় তাদের কোর্সগুলো আপডেট করতে পারেন। বিভাগগুলোও এই রিপোজিটরিগুলো পরীক্ষা করতে পারে এবং শিক্ষকদের উন্নতির স্কোপগুলোতে নির্দেশিকা সরবরাহ করতে পারে।

অধিকন্তু, বিএলসি প্ল্যাটফর্মের তিনটি পৃথক ড্যাশবোর্ডসহ নিজস্ব বিশ্লেষণ সরঞ্জাম রয়েছে: শিক্ষক ড্যাশবোর্ড, শিক্ষার্থী ড্যাশবোর্ড এবং অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড। এর সাহায্যে শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স এবং তাদের কোর্সগুলো একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে যাচাই করতে পারেন এবং কয়েকটি ক্লিকে তাদের কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন পেতে পারেন। একইভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কোর্স থেকে তাদের বর্তমান পারফরম্যান্স সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে যাতে তারা ভবিষ্যতের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত এবং সংগঠিত হতে পারে বা তাদের শিক্ষকদের সাহায্য নিতে পারে। অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি পেতে এবং প্ল্যাটফর্মের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা এবং ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদন দেয় যাতে তাদের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। রিপোর্টগুলো সক্রিয় শিক্ষক, কোর্স সমাপ্তি, শিক্ষক সম্পৃক্ততা, অস্বাভাবিক গ্রেড, উদ্ভাবনী শিক্ষক, সক্রিয় শিক্ষার্থী, ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থী ইত্যাদির মতো দরকারিভাগে বিভক্ত। এই প্রতিবেদনগুলো অনুষদ, বিভাগ এবং সেমিস্টার অনুসারে বাছাই করা যায়। এছাড়া এর মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্টসময়ের রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব।

বিএলসির মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ইউটিউব, গুগল, ড্রাইভ, এডপজল, এইচ ৫ পি ইন্টারেক্টিভ সামগ্রীর মতো একাধিক উৎস থেকে ভিডিওসহ ক্লাসগুলো সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণীয় এবং ইন্টারেক্টিভ করা যায়। শিক্ষার্থীদের জন্য কোর্স তৈরি করতে, শিক্ষকেরা বিভিন্ন ধরনের মাল্টিমিডিয়া ফাইল, চিত্র, পিডিএফ, ডক্স, এক্সেল শিট এবং অন্যান্য কনটেন্ট সহজেই আপলোড করতে পারেন।

শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যে 'সমস্যা আলোচনার ফোরাম' বিভাগগুলোর সাথে অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারে, যেখানে তারা শিক্ষকদের কাছে মন্তব্য করতে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে, শিক্ষার্থীরা তাদের কোর্সগুলোতে পর্যালোচনা, রেট ও প্রতিক্রিয়াও জানাতে পারে। শিক্ষকেরা বিএলসি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে থেকেই শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়া এবং সমীক্ষাও নিতে পারে।

'বিএলসি' প্ল্যাটফর্ম বর্তমানে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ দলের পরামর্শে ক্লাউড অবকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে যা শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক অবস্থান বা ইন্টারনেট সংযোগ নির্বিশেষে তাদের শিখতে সক্ষম করে এবং শিক্ষাকে ইন্টারেক্টিভ এবং প্রাণবন্ত করে তোলে। সাম্প্রতিক সেমিস্টারে ডিআইইউ শিক্ষকেরা বিএলসি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মোট ১৬৪৭টি কোর্স চালু করেছেন, যেখানে ১৬ হাজারের বেশি সক্রিয় শিক্ষার্থী অনলাইনে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে ওয়েবিনার পরিচালনার প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্বসেরা অধ্যাপকদের ক্লাস করার সুযোগ পায়।

শিক্ষার্থীরা যাতে সহজেই অনলাইন ক্লাসে অংশ নিতে পারে সেই লক্ষ্যে ডিআইইউআগে থেকেই শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ল্যাপটপ দিয়েছে এবং এই বর্তমান সেমিস্টারেও শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ২৫০০ ল্যাপটপ দিয়েছে।করোনা অতিমারীর কারণে ডিআইইউ'সামার ২০২০' সেমিস্টারে শিক্ষার্থীদের মোট ২০ কোটি টাকার বৃত্তি দিয়েছে এবং 'ফল ২০২০' সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০ শতাংশ পর্যন্ত টিউশন ফি মওকুফ এবং আরো ২০ কোটি টাকার বৃত্তি দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যে কঠিন চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে হয় তা হলো বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বচ্ছতা এবং বৈধতা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বৃহত্তম ১৫০ একর জায়গার ওপর ডিআইইউর সবুজ স্থায়ী ক্যাম্পাস, যেটি বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বাধিক সজ্জিত, নান্দনিক এবং সেরা ক্যাম্পাসগুলোর অন্যতম একটি হিসেবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। শিক্ষা এবং গবেষণার দিক দিয়ে ক্রমাগত বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়েওড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষস্থানীয়। এই অতিমারীকালেও ডিআইইউ তার স্বাভাবিক গতিতে চলছে, বরং কোনোকোনো ক্ষেত্রে অতীতের চেয়ে আরও দ্রুতগতিতে।

কভিড-১৯-এর প্রভাবে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও শিক্ষার নিয়মিত সব কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে সেশনজটের বিষয়ে ভয়েআছে। তবে ডিআইইউর 'এলএমএস' ও 'বিএলসি' অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থাগুলোকে এই সংকটেওকীভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হয় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এবং অনুপ্রাণিত করেছে।শুধু অ্যাকাডেমিকই নয়, যেকোনোপ্রতিষ্ঠানই 'স্মার্টইউ'র মতো তার প্রচেষ্টারমাধ্যমে উৎসাহিত এবং পরিচালিত হতে পারে।

আগামীনিউ নরমালচ্যালেঞ্জিং বিশ্বে, যেখানে বেঁচে থাকাও একটি বড়সার্থকতা হতে পারে, সেখানে ডিআইইউ তার শিক্ষার্থীদের পুরোপুরি উদ্যোক্তা মানসিকতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতায় সজ্জিত করেগড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অতিমারীর এই সময়ে ডিআইইউপ্রকৃতপক্ষে দেশের শিক্ষাকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ডিআইইউ এখন অনলাইনে বিশ্বখ্যাত অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্মগুলোতে বিশেষ করে 'উদেমি', 'কোর্সএরা' ইত্যাদিতে অবদানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। ডিআইইউ জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী অবদান রাখতেঅগ্রসরমান। তাই ডিআইইউ হতে পারে অনলাইন শিক্ষায় অনগ্রসরমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ কজ

ফিডব্যাক : pro@daffodilvarsity.edu.bd